

বড়দের বাল্য শিক্ষা

দিগন্ত বড়ুয়া

ছোটদের বাল্য শিক্ষা আমি নিজেও পড়েছি। বড়দের বাল্য শিক্ষা নামের কোন বই আমি দেখিনি। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় বড়দের বাল্য শিক্ষা নামের কোন বই পত্র নাই কেন ? বড়দের বাল্য শিক্ষা থাকলে ভালো হতো। কেননা যে সমস্ত ‘বড়রা’ শিক্ষা শেষ করার পরও এখনো অনেক বিষয়ে অজ্ঞ তাদের জন্য এই বইটা অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। এই বড়দের বাল্যশিক্ষা আবার বিভিন্ন বিষয়ে হওয়া চাই। যেমন কোন জাতি গোষ্ঠীর উপর, কোন সম্প্রদায়ের উপর, কোন ধর্মীয়-গোষ্ঠীর উপর, বিজ্ঞানীদের বা বিজ্ঞানের উপর - মোট কথা কোন বিষয়ভিত্তিক এক একটা বই হওয়া চাই। অনেকে অবশ্য বলতে পারেন এই ধরনের বই তো বাজারে আছেই। থাকলে কি হবে, আমরা কি পড়ি ? বড়দের বাল্য শিক্ষা নাম দিয়ে এই বই গুলো বাজারে ছাড়লে কিন্তু কোন সমস্যা হতো না। কথিত পাশ দেয়া শিক্ষিত নামের কলঙ্ক গুলো ‘না-পাশ’ দেয়ার আচরন করতে পারতো না।

‘না-পাশ’ কথাটা অনেক বছর পরে আজকে মনে পড়লো। কোন এক জাপানী ভদ্র লোক এক ইটালীয়ানের সাথে মিলে বাংলাদেশে একটি অনেকটা এন জি ওর মত সংগঠন পরিচালনা করতেন। কার্যত তাদের কোন নাম ওয়ালা সংস্থা ছিল না, তারা সমাজের বিভিন্ন অলি গলি বেয়ে মূল সমস্যা কবলিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতো। বিশেষ করে ছাত্রদেরকে অগ্রাধিকার দিত। সেবার ঢাকায় বৌদ্ধ মন্দিরে কঠিন চিবর দানের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সভা শুরু হবার আগে আমার কোন এক বন্ধু পরিচয় করিয়েদিলেন ইটালিয়ান সেই লোকের সাথে। আমরা পরিচিতি পর্বের পরে কথা বার্তা বলছি। তিনি ভালো বাংলা বলতে নাপারলেও পরিছন্ন ইংরেজী বলেছেন। এমন সময় এক ছেলে ইটালিয়ান সেই ভদ্র লোককে দেখে কৌশলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে দেখে তিনি বলে উঠলেন পালাবার দরকার নাই, তোমাকে আর আমরা কোন টাকা পয়সা দিতে পারবো না। তুমি বার বার না-পাশ দাও। ছেলেটি কিছুই না বলে চলে গেলো। আমরা কথা বলতে বলতে একটি ফাকা জায়গা খুজছি যে খানে একটু মানুষজন কম। অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজিত কিছু চেয়ার পাতা দেখে ওখানেই গিয়ে বসতেই সেই ছেলেটি সেখানে গিয়ে সেই ইটালিয়ান ভদ্র লোকের পা জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল। ইটালিয়ান ভদ্রলোক আমাকে সাক্ষী করলেন দেখুন তারে আমি তিন বার মেট্রিক পরীক্ষা দেয়ালাম। সে সব

পরিক্ষায় না-পাশ দিয়েছে, তার সাথে গুলো সবাই পাশ দিয়েছে। এখন শুনছি সে গ্রামে গিয়ে পরিক্ষা দিয়ে পাশ দেবে। তাই আমার কাছে মোটা দাগে টাকা চাইতেছে অনেক দিন ধরে। আমি কিছুই বলছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো এই অসহায় অনাথ ছেলেটির সারা শরীরে জড়ানো কাপড় গুলোর কত দাম হতে পারে? তারপর আমি ইটালিয়ান ভদ্র লোককে বললাম আপনি কিছু মনে না করলে আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। তিনি বললেন করুন, আমি ভালো বাংলা বলতে না পারলেও আমি সব বুঝি। আমি ছেলেটিকে বললাম তোমার পেন্টের দাম কত? শার্টের দাম কত? তুমি এত টাকায় তো দুই বছরের কাপড় কিনতে পারতে, যেহেতু তুমি কারো দয়া দক্ষিণা নিয়ে বেঁচে আছো। তুমি যা না তা তুমি মানুষকে দেখাতে চাও। এখন তোমার পড়ার সময় শেখার সময়, আর তুমি বাহার মারছো। ছেলেটি আমাকে বলে উঠলো গরীব বলে কি আমাদের কোন স্বাধ নাই স্যার? আমি বললাম থাকবে না কেন, তুমি যত টুকুর মানুষ ঠিক তত টুকুই করবে, বাড়তি করতে গেলে তো মানুষ সন্দেহ করবে। মানুষ তোমাকে বলতে দ্বিধা করবে না যে হয়তো তুমি চুরি করো নয়তো তুমি কারো দয়া দক্ষিণায় বেঁচে আছো। সেদিন আমি ইটালিয়ান ভদ্র লোককে আমার মন্তব্য জানিয়ে বলেছিলাম তাকে কোন ভাবে আর সুযোগ দেয়া যায় না, তবে সে কে, কত টুকু দামের মানুষ তা যদি তার মাথায় ঢুকে তাহলে তাতে যদি সে একটুও সংশোধন হয় তবে করণার একটি সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

আজকে কেন জানি আমার মনে হচ্ছে সব দেখা চরিত্র গুলো আমার সামনে বার বার ফুটে উঠছে। যত টুকুর মানুষ নয় তত টুকু কথা নিয়ে নেটে লিখতে আসা লোকের অভাব নেই। আর যারা বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞানী-গুণি, প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বলতে আসে তাদেরকে একহাত নিয়ে ছাড়ে এক শ্রেণী। না জেনে না শুনে না পড়ে কত যে লেখক লেখিকার অভিনয়ের মাধ্যমে এই নেটে দাস্তিকতা প্রচার করে বেড়াচ্ছে তার সীমা পরিসীমা নাই। এদের দাস্তিকতার বহর দেখে শুনেছি আমাদের এলাকার হাছি মিয়া ও হেসেছে। আজকের প্রেক্ষাপটে একটি কথা বলতেই হচ্ছে - “কোন কিছু না জেনে না বুঝে না শুনে না পড়ে কোন বিষয়ে লিখতে আসাটা বোকামির লক্ষণ” - তবুও এই জাতীয় ‘রত্ন’ (লেখক লেখিকা) গুলোর দাম বেশী। অবশ্য রতনে রতন চিনে। কেননা, এই ধোকাবাজেরা অসহায় নিরক্ষর মানুষকে যে ভাবে ব্যবহার করে সার্থ আদায় করে দামী বনতে পারে তা কিন্তু সাধারণ মানুষের পারে না। কারণ সাধারণ মানুষেরা যুক্তির আলোয় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে লিখে থাকেন তাই তারা নিরীহ মানুষের মাথায় কাঠাল

যেমন ভাঙ্গতে পারে না তেমনি অন্ধত্বের নেশা খাইয়ে মাতাল রাজা ও সাজতে পারেনা।

যাক আমি যে বিষয়ে কথা বলছিলাম, বাল্য শিক্ষা। বড়দের বাল্য শিক্ষার বেশ কয়টি পর্ব সম্বলিত বই বাজারে থাকা চাই। এই লেখার প্রথম ভাগে একটু ইঙ্গিত করেছিলাম। যদিও বই গুলো বাজারে আছে, তবুও বই এর নাম বড় দের বাল্য শিক্ষা লেখা নাই বলে কেউ পড়ে দেখেনা। কারণ অন্যের ধর্ম সম্পর্কে পড়লে তাদের যদি জাত চলে যায় সেই ভয়ে তারা কেউ পড়ে না। সেটা এইখানে একটু পরিস্কার করে বলতে চাই। যেমন - বড়দের বাল্য শিক্ষাঃ বিষয় ধর্ম। বড়দের বাল্য শিক্ষাঃ বিষয় বিজ্ঞান। বই গুলো বিভিন্ন শাখায় এই ভাবেই হওয়া উচিত বলে মনে করি। এই বাল্যশিক্ষায় আপাততঃ যে বিষয় গুলো লেখা থাকা দরকার তার কয়েকটি নমুনা বা উদাহরন আমি এখানে দিতে চাই। বড়দের বাল্য শিক্ষা, বিষয়ঃ ধর্মে থাকবে— যেমন :

হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয় কেন ? কারণ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে পুরাতন ধর্ম বলে। হিন্দুদের এত দেবদেবী থাকার কারণ কি? উত্তরে থাকা চাই যুগে যুগে এক এক অবতার এসে মানুষের কল্যাণে নিজেদের মহিমা দেখিয়ে মানুষের মন জয় করেছিল বলে তাই তারা সেই সকল দেব দেবীর পূজা করে থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে : রাজা শুদ্ধোদন কে ছিলেন? তিনি আজ থেকে আড়াই হাজার বছরের ও অধিক কাল আগে কপিলা বাস্তুর রাজা ছিলেন। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের আগে কি নাম ছিল? রাজ কুমার সির্ধার্থ। বুদ্ধ কি হিন্দু ধর্মের জাত প্রথা বিলুপ্তির জন্য একটি ধর্ম প্রচার করেছিলেন ? না। তিনি রাজকুমার থাকা কালিন রাজ্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণে বের হয়, একদিন দেখেন কিছু লোক শব নিয়ে বের হয়েছেন, আর এক দিন দেখেন কোন এক কুষ্ঠ রোগী, আবার দেখেন ভিক্ষুক তার পরে দেখেন আর এক সমস্যা কবলিত মানুষ। তাই দেখে তিনি নিজে নিজে ভাবলেন , এই পৃথিবী এত সমস্যা কবলিত কেন ? তার কারণ জানতে হবে। আর তাই এই বিষয়ে পর্যায় ক্রমে ভাবতে ভাবতে স্ত্রী পুত্র রাজ্য ছেড়ে একদিন মুক্তির আশায় বেড় হন। আর দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনার পর তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করেন।

ইসলাম ধর্ম বিষয়েঃ মোহাম্মদ কে ছিলেন? উত্তরে থাকা চাই - তিনি একজন আরবী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি একাধিক বিয়ে করার কারণ কি ? উত্তর হওয়া চাই তিনি বেশ যৌন উন্মাদ ছিলেন কিনা তাই তিনি একাধিক বিয়ে করেন। আরো থাকা চাই হিন্দু ধর্মে উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণের জাত প্রথা নিজেদের মধ্যে ছিল কিন্তু, ইসলাম ধর্মে মানুষ প্রথার কারণ ব্যাখ্যা করো ? উত্তর হওয়া চাই : জোচ্ছোর হিন্দুরা সাধারণ হিন্দুদের অত্যাচার করার জন্য এই সমস্যা সৃষ্টি করলেও তা ছিল তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ইসলাম ধর্ম ডাকাত দলের সর্দারদের ডাকাতি ব্যতীত মানব প্রেম নাই বলে ডাকাত ব্যতীত অন্যরা শত্রু বলে পরিগণিত হয় তাদের কাছে। তাই এই ডাকাতদের কাছে মানুষ ও ডাকাতের ব্যবধান কল্পে কেউ কাফের কেউ ডাকাত বলে থাকে। পরিস্কার করে বলতে গেলে উন্মাদনা মিশ্রিত এক বোতল বিষের নাম ইসলাম, যা মানুষের সব সময় বর্জন করা উচিত। এই খেয়ে যারা বেচে আছে তারা হয়তো অর্ধ পাগল নয়তো মানসিক ভারসাম্য হীন হয়ে আছে মানুষের ক্ষতির কল্পে। কিন্তু বিষের নেশায় তারা প্রায়শঃই ভুলে যায় এই বিষের ক্ষতির মাত্রাটুকু। ভাবে এ বিষ নয় - যেন অমৃত, শান্তির ফল্লুধারা। বিন-লাদেন, খোমেনী, মোল্লা ওমর, গোলাম আজম - যারা ইসলামের প্রকৃত অনুসারী তারা এই শান্তির ফল্লুধারার উদাহরণ।

যাক, আজকে এই টুকুই প্রয়োজন বড়দের বাল্য শিক্ষার জন্য। আগামীতে আরো কিছু নিয়ে লিখতে হলে লিখতে আসবো। হাইব্যা চোরার কথা লিখতে গিয়ে আমি প্রথম লাইনেই একটা কথা লিখেছিলাম। মুক্ত মনাদের নিকট আজকে কিছু বলার আছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে লেখার সাথে সাথে কিছু বড়দের বাল্য শিক্ষা বিষয়ে লিখলে বেদুঈনেরা যারা নতুন বাংলা চর্চা করে তাদের কাজে আসবে বলে মনে করি। সময়ের অভাব। আমি যত টুকু পারি ততটুকু আপনাদেরকে যোগান দিয়ে যাবো।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক।

২২শে অক্টোবর ২০০৩